আমাদের জাতীয়
সাহিত্যের পরতে পরতে
এই ইতিহাসের সাক্ষী মেলে।

এমনকি কবি কাজী নজরুল ইসলামের ‘বকরীদ’ কবিতাতেও আমরা সেই সময়ের ঐতিহ্যের প্রতিফলন দেখতে পাই। কেবল ধর্মীয় আচার নয়,উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলিম দুই জাতির পৃথক অস্তিত্ব ও সংস্কৃতির প্রমাণও এই **‘গরু কুরবানির ইস্যু’** ।

দেশভাগের পর পাকিস্তান আমলেও দীর্ঘ সময় ধরে বাংলার অনেক জনপদে মুসলিমরা প্রকাশ্যে **গরু কুরবানি দিতে ভয় করতেন।** ১৯৫৭ সালের দিকে নাটোরের ঘটনাপ্রবাহের পর একে একে ময়মনসিংহ, খুলনা ও যশোর অঞ্চলে নিয়মিতভাবে **গরু কুরবানি** দেওয়া প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে শুরু করে। ফলে আজকের যে গরু কুরবানির সংস্কৃতি আমরা দেখছি, তা **শত বছরের সংগ্রাম** ও আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার এক দীর্ঘ পথচলার ফসল। গরু জবাইয়ের অধিকার রক্ষার আন্দোলনে আমাদের **পূর্বপুরুষদের প্রাণ** দিতে হয়েছে বারবার। গরু জবাই করতে পারার এই আন্দোলন সংগ্রাম ও অধিকার আদায়ের পাশাপাশি আমাদের ইসলামী সংস্কৃতি, চেতনা ও ঐতিহ্যের প্রতীকও।

গরু কুরবানির বিরোধিতা কি শুধুই ইতিহাস?
মোটেও না!

২০২৪ সালের রমাদানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে **গরুর মাংস নিষিদ্ধ** করার অপচেষ্টা চালানো হয়, যা ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে রুখে দেওয়া হয়।[2]

আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে আজও কেবল গরুর মাংস খাওয়ার সন্দেহে **মুসলমানদের পিটিয়ে হত্যা** করা হচ্ছে।[3] সেখানে কুরবানির অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে, নিজ দেশেই মুসলিমরা আজ পরবাসী।[4]

কেন এই ষড়যন্ত্র?

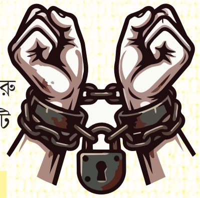

বিরোধী শক্তি খুব পরিষ্কারভাবে জানে, গরু জবাই এদেশের মুসলমানদের কেবল একটি খাদ্যাভ্যাস নয়, বরং এটি একটি **‘সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য’ (Cultural Identity)।**

ব্রিটিশ আমলের ফিরআউনরা যেমন এই অধিকার কেড়ে নিয়ে আমাদের দাস বানাতে চেয়েছিল, আজকের আধিপত্যবাদী শক্তিও ঠিক একই পথে হাঁটছে। তারা চায় আপনারা আপনাদের পূর্বপুরুষদের ত্যাগ **ভুলে যান**, ভুলে যান তিতুমীর আর শাহজালালের লড়াইয়ের চেতনা।

2. দ্যা ডেইলি ক্যাম্পাস (৯ মার্চ, ২০২৪), রমজানে রাবির হলে চলবে গরুর গোশত। (tinyurl.com/39c8pkhc)
3. দৈনিক ইনকিলাব (১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪), ভারতে মুসলিম যুবককে হত্যা। (tinyurl.com/2h28n7pt)
4. Scroll.in (2014), Ban on cow slaughter in Indian states. (tinyurl.com/y6njxmpf)

বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে
আমাদের করণীয়:

- তিতুমীর ও শাহজালাল (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতো বীরদের জীবনী নিজে পড়ুন এবং ছোটদের শোনান।
- আমাদের সংস্কৃতি নিয়ে তথাকথিত ‘সেকুল্যার প্রগতিশীল’দের বিরূপ মন্তব্যে হীনম্মন্যতায় না ভুগে সঠিক তথ্য গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরুন।
- যেখানে মুসলিমরা ধর্মীয় বিধি পালনে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে, তাদের জন্য সাধ্যমতো আওয়াজ তুলুন।
- পশু জবাইয়ের সময় কেবল মাংস খাওয়া নয়, বরং এর পেছনের ত্যাগের মহিমাকে হৃদয়ে ধারণ করুন।
- আমাদের সংস্কৃতি নিয়ে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় গঠনমূলকভাবে সঠিক তথ্য শেয়ার করুন।
- সাধ্যমতো সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন ছাগল বা ভেড়া কুরবানি না দিয়ে গরু কুরবানি করতে।
- যেসমস্ত রেস্টুরেন্ট আদর্শিক কারণে গরুর গোশত বিক্রি করে না তাদের সামাজিকভাবে বয়কট করুন।
- সিন্ডিকেট করে গরুর মাংসের দাম বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে সংঘবদ্ধ হোন।

“

প্রিয় ভাই ও বোন, পরের বার যখন চালের রুটির সাথে গরুর মাংস মুখে নেবেন, তখন একবার ভাববেন এর পেছনে কত শত মুসলিম ভাইয়ের আর্তনাদ আর রক্ত মিশে আছে। এটি কেবল খাবার নয়, এটি আমাদের বীরত্বগাঁথা ও লড়াইয়ের প্রতীক। আপনার মুসলিম পরিচয় এবং গরু খাওয়ার অধিকার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই অধিকার আদায়ের জন্য আজও রক্ত দিয়ে যাচ্ছে আমাদের ভাই-বোনেরা। তাই গৌরবময় এই লড়াইকে কখনো ভুলে যাবেন না কিন্তু!

ভিজিট করুন www.activismlab.info

গরু কুরবানি ও আমাদের শেকড়ের লড়াই

Follow Us

ACTIVISM LAB

আপনার মনে কি কখনো প্রশ্ন জেগেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের কুরবানি কিংবা উৎসব-অনুষ্ঠানগুলো কেন গরু জবাইয়ের মাধ্যমেই আবর্তিত হয়? এই অঞ্চলে গরুর সহজলভ্যতাই কি এর একমাত্র কারণ? নাকি মুদ্রার অপর পিঠে লুকিয়ে আছে কোনো **রহস্য? চলুন, অতীত থেকে একবার ভ্রমণ করে আসি।**

ত্যাগের প্রথম প্রহর

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজির আগমনেরও অনেক আগে সুদুর আরবের মাটি তায়েফ থেকে এই বাংলায় ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন **বাবা আদম শহীদ রহিমাহুল্লাহ।** জনশ্রুতি অনুযায়ী বাবা আদম শহীদ দ্বীন প্রচার আরম্ভ করা শুরু করলে একটি **গরু জবাইকে** কেন্দ্র করে তাঁর সাথে বিরোধ বাঁধে **বল্লাল সেনের** কর্মচারীদের। বল্লাল সেন ছিল বিক্রমপুরের (বর্তমানে মুন্সিগঞ্জ) সেন রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা বল্লাল।

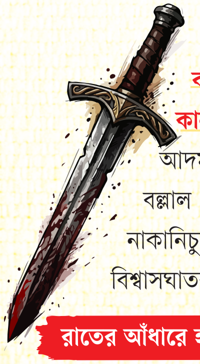

এরই সূত্র ধরে বাবা আদম শহীদের সাথে **বল্লাল সেনের যুদ্ধ শুরু হয়।** বিক্রমপুরের **কানাইচং ময়দানে** বল্লাল সেনকে পরাস্ত করেন আদম শহীদ রহিমাহুল্লাহ। কিন্তু তার চার বছর পরে বল্লাল সেন আবারও আক্রমণ করে বসে। এবারও নাকানিচুবানি খেয়ে পরাজিত শক্তি বেছে নেয় বিশ্বাসঘাতকতার পথ।

রাতের আঁধারে হত্যা করে বাবা আদম শহীদকে। রহিমাহুল্লাহ।

কিন্তু এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে মুসলিমদের চেতনা ও সংস্কৃতিকে নির্মূল করা যায়নি। মুন্সিগঞ্জ ঠিকই বিজিত হয়েছিল, **ইসলাম ঠিকই স্থানলাভ করেছিল সেখানে।**

সিলেটের আজান ও একটি শিশুর প্রাণ

(১৩০৩ সাল)

সিলেটকে তখন ডাকা হতো শ্রীহট্ট

ইসলামী শাসনব্যবস্থা তখনো সেখানে প্রতিষ্ঠা পায়নি। **গৌড় গোবিন্দ** ছিল সেখানকার রাজা। তবুও নামেমাত্র কিছু মুসলিম সেখানে বাস করতেন। তাদেরই মধ্যে একজন ছিলেন **শেখ বুরহানউদ্দীন।** বুরহানউদ্দীনের কোনো **সন্তান ছিল না।** আল্লাহর কাছে অনেক কান্নাকাটির পর তার দুআ কবুল হয়। একটি **পুত্রসন্তান লাভ করেন** তিনি। সন্তানের আকীকার জন্য একটি **গরু জবাই** করলেন বুরহানউদ্দীন। আশেপাশের প্রতিবেশী ও আত্মীয়দেরকেও গরুর মাংস বিলি করলেন।

কিন্তু এই খবর পৌঁছে যায় **গৌড় গোবিন্দের কানে।** নিজের রাজ্যের প্রজা গরু জবাই করবে এটা মেনে নিতে পারল না গোবিন্দ। শাস্তিস্বরূপ বুরহানউদ্দীনের

পুত্রসন্তানকে হত্যা করা হলো আর বুরহানউদ্দীনের ডান হাত কেটে ফেলা হলো।

পুত্রসন্তানকে হত্যার বিচারের জন্য বুরহানউদ্দিন হাজির হলেন তৎকালীন বাংলার শাসক শামসউদ্দীন ফিরোজ শাহের নিকট। ক্ষোভে উত্তেজিত সম্রাট তারই ভাগ্নে সিকান্দার গাজীকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রেরণ করলেন। কিন্তু তার সৈন্যরা ব্রহ্মপুত্র নদী পার হতে যেয়ে বারংবার ব্যর্থ হচ্ছিল। কারণ গোবিন্দ সেখানে জাদুমন্ত্রবলে প্রতিরোধ তৈরি করে রেখেছিল।[1] সিকান্দার গাজীর ব্যর্থতার খবর পৌঁছে যায় দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দিন খলজীর কাছে। আলাউদ্দীন এ সংবাদ শুনে তারই দরবারের একজন বুযুর্গ ব্যক্তি সৈয়দ নাসির উদ্দীনকে সিলেট অভিযানের জন্য প্রেরণ করেন। এরই মাঝে বুরহানউদ্দীন সাক্ষাৎলাভ করেন বিখ্যাত দরবেশ শাহজালালের। তার কাছে নিজের সাথে ঘটে যাওয়া নির্মম ঘটনার বর্ণনা তুলে ধরেন বুরহানউদ্দীন। এটা শুনে শাহজালাল রহিমাহুল্লাহ তৎক্ষণাত বেরিয়ে পড়লেন তার সাথে থাকা সঙ্গীদের নিয়ে। পথিমধ্যেই তাদের সাথে দেখা হয়ে যায় সৈয়দ নাসির উদ্দীনের। এবার একত্রিত হয়ে সবাই যাত্রা করলেন সিলেট অভিমুখে।

1. আবুল কাশেম ভুঁইয়া (১৯৮৭), উপমহাদেশে মুসলিম পুনর্জাগরণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

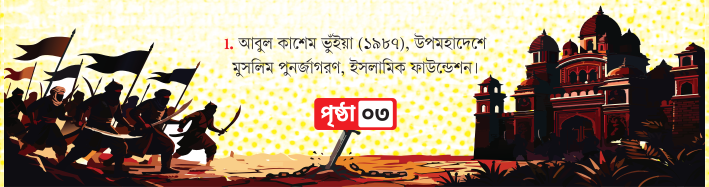

তাদের আগমনের খবর পেয়ে গৌড় গোবিন্দ ব্রহ্মপুত্র নদের **সকল নৌ চলাচল বন্ধ করে দেয়।** কিন্তু ঈমানের বলে বলীয়ান শাহজালাল ও তাঁর সঙ্গীরা এতে দমে যাননি। **আল্লাহর সাহায্যে** তারা নদী পার হয়ে **সিলেট প্রবেশ করেন।** ইতোমধ্যে সেই খবর পেয়ে **গৌড় গোবিন্দ** পলায়ন করে। সিলেট প্রবেশ করেই **শাহজালাল রহিমাহুল্লাহ সর্বপ্রথম আযান দেন।** এভাবেই সিলেটে ইসলাম **বিজয় লাভ করে।** অবসান হয় **গরু জবাইকে** কেন্দ্র করে ঘটা নির্মম জুলুম ও গৌড় রাজ্যের।

তিতুমীর ও জমিদারদের অত্যাচারের স্টিমরোলার

ইংরেজদের শাসনামলে তাদেরই ছত্রছায়ায় গড়ে উঠতে থাকে একদল হিন্দু জমিদার শ্রেণি। ধীরে ধীরে এসকল জমিদাররা তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখানো শুরু করে **দুর্বল-অসহায় মুসলিমদের** উপর। সেসময় পুরো মুসলিম সমাজই এসব জমিদারদের দ্বারা **নিগৃহীত, নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত হচ্ছিল।** সদ্য ভূমিষ্ঠ নবজাতকের ইসলামী নাম রাখা, **দাড়ি রাখা,** ইসলামী পোশাক পরিধান করা, **কুরআন ও দ্বীনি শিক্ষা প্রদান, আযান দেওয়া ও জামাআতে সালাত** আদায় করা, **গরু জবাই** করার মতো **ইসলামী বিধিবিধান ও রীতিনীতির** উপর তারা আরোপ করে **জরিমানা, কঠোর শর্ত,** সামাজিক অবহেলা এবং নিষেধাজ্ঞা। এই বর্বরতার বিরুদ্ধে বীরের মতো **গর্জে উঠেছিলেন সাইয়েদ মীর নিসার আলী তিতুমীর রহিমাহুল্লাহ। ১৮৩১ সালে** তিনি **গরু জবাইয়ের** মধ্য দিয়ে যে প্রতিরোধের সূচনা করেছিলেন, তা ছিল এদেশের মুসলমানদের **আত্মমর্যাদা ও অস্তিত্ব** রক্ষার লড়াই।

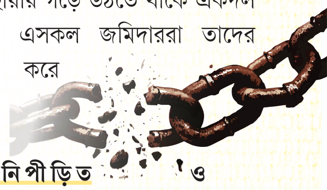

'বকরীদ' থেকে আজকের কুরবানি

এক সময় ঢাকার নওয়াব পরিবারের প্রভাবের কারণে কেবল ঢাকা কেন্দ্রিক **গরু জবাইয়ের** সুযোগ ছিল। কিন্তু ঢাকার বাইরে সাধারণ মুসলিমদের জন্য পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত প্রতিকূল। হিন্দুদের **বাধার কারণে** অধিকাংশ মানুষ কুরবানির জন্য **ছাগল বেছে নিতে বাধ্য হতেন।** আর এই কারণেই তৎকালীন সমাজে **কুরবানির ঈদ** পরিচিতি পেয়েছিল **'বকরীদ' বা বকরি ঈদ হিসেবে।**